দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ... MAR. 1 0 2000
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

42

শেরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে এখনো বই পৌঁছেনি ॥ লেখাপড়া বিঘ্নিত

শেরপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নতুন শিক্ষাবোর্ডের সোয়া দুই মাস অতিক্রান্ত হলেও শেরপুর জেলার অর্ধেক শিক্ষার্থীর হাতে পাঠ্যপুস্তক না পৌঁছার কারণে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা বই না পাবার কারণে পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারছে না। অন্যদিকে বেশ কিছু বই প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কাছে এলেও অন্য বইগুলো হাতে না পাওয়ায় প্রাপ্ত বইগুলোও তারা বিতরণ করতে পারছেন না। কারণ হিসেবে পরিবহন ব্যয়ের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি উল্লেখ করেন। ফরে একদিকে বই বিতরণ নিয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস যেমন বিপাকে তেমনি শিক্ষার্থীরাও বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, শেরপুর জেলায় চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ৯ লাখ ৫ হাজার ১০টি বইয়ের চাহিদা চেয়ে পত্রপ্রেরণের পর চাহিদার বিপরীতে ৬ লাখ ৩৬ হাজার ৮শ' ৪৬টি বই বরাদ্দ দেয়া হয়। তন্মধ্যে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সরকারি বরাদ্দের মধ্যে ৫ লাখ ১৮ হাজার ৩শ ১৬টি বই প্রদান-করা হয়েছে। এ থেকে ৩ লাখ ৮৩ হাজার ৭শ' ৩টি বই বিতরণ করা হয়েছে। সরকারি বরাদ্দের ১ লাখ ১৮ হাজার ৫শ' ৩০টি বই এখনো পর্যন্ত শিক্ষা অফিসে না পৌঁছার কারণে প্রাপ্ত অন্য বইগুলোও বিতরণ করা সম্ভব হচ্ছে না বলে সূত্রটি জানায়। সূত্র আরো জানায়, ২য় শ্রেণীর বাংলা ৪৭ হাজার ৩শ' ৪৯টি বইয়ের মধ্যে একটিও পাওয়া যায়নি। ইংরেজি শর্ট আছে ১৪শ' ৭২টি। ৩য় শ্রেণীর বাংলা ১৩ হাজার ৩শ' ৬৬টি, হিন্দুধর্ম ২ হাজার ৮৪টি, ৪র্থ শ্রেণীর বাংলা ১৮ হাজার ৫শ' ১৫টি, ৫ম শ্রেণীর বাংলা এবং সমাজ ১৬ হাজার ৬শ' ১৪টির একটিও না এবং হিন্দুধর্ম ২ হাজার ৪শ' ৯২টির একটি বইও পাওয়া যায়নি।

সূত্রমতে, শ্রীবরদী থানার ৪০ হাজার বই বর্তমানে শিক্ষা অফিসে রয়েছে। বাকি ২১ হাজার বই আসায় নালিতাবাড়ির ২৯ হাজার অফিসে রয়েছে। ঘাটতি আছে ২১ হাজার ৩শ'টি। নকলা থানার ২৩ হাজার অফিসে মজুদ রয়েছে। ঘাটতি আছে ১৭ হাজার ৭শ' ৭২টি। ঝিনাইগাতী থানায় ২৪ হাজার বই মজুদ রয়েছে। শর্ট আছে ১৭ হাজার ৩শ'টি এবং শেরপুর সদর থানায় ১৮ হাজার ৩শ' ৫৫টি মজুদ রয়েছে। শর্ট আছে ৩৯ হাজার ৩শ'টি।

জানা যায়, বাকি বইগুলো না পাওয়ার কারণে জমাকৃত বইগুলো বিতরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে শিক্ষা অফিসের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, পরিবহন ব্যয় যথাযথ না থাকায় এবং ধাপে ধাপে বই পাঠানোর কারণে সময়মতো বইগুলো বিতরণ করা হয়নি এবং বাকি বইগুলো বিতরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। সূত্রটি আরো জানায়, ৫টি থানায় ১২টি ট্রিপে ১৭ হাজার টাকার পরিবহন ব্যয় চুক্তিতে স্থানীয় একজন ঠিকাদার বই পরিবহনের দায়িত্ব নেয়। ইতোমধ্যে সদর থানায় ৩টিসহ প্রতি থানায় ১টি করে ট্রিপের মাধ্যমে ৭টি ট্রিপে বই পরিবহন সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ৫টি থানায় ৫টি ট্রিপ অবশিষ্ট রয়েছে। ফলে ধাপে ধাপে বই পাওয়ার কারণে বর্তমানে বাকি বইগুলো প্রদানে বিলম্ব হচ্ছে।

উল্লেখ্য, শেরপুর জেলায় এ বছর ২ লাখ ৫ হাজার ৪০ জন বিদ্যালয়ে গমনোপযোগীর (৬-১০ বছর) শিশুর মধ্যে এ পর্যন্ত ভর্তি হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ লাখ ৫২ হাজার ৮শ' ৬৫টি।